দৈনিক
ইত্তেফাক

22 FEB 2017
পৃ. ২০ কলাম ৬

‘শিক্ষকরাই পড়তে পারছেন না পাহাড়ি ভাষার বই’

■ বিবিসি

বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিগুলোর জন্য তাদের মাতৃভাষায় লেখা বই স্কুলগুলোতে দিয়েছে সরকার। কিন্তু অনেক শিক্ষকই তা পড়াতে পারছেন না, কারণ তারা নিজেরাই এসব ভাষার বর্ণমালা জানেন না। রাঙ্গামাটি শহরের একটি স্কুলের শিক্ষিকা মেফ্রু মারমা এ ব্যাপারে বলেন, আমরা আগে কখনও মারমা বা চাকমা বর্ণমালার বিষয়ে কিছু শিখি নাই। তাই বর্ণগুলোর সাথে পরিচয় নেই আমাদের। এই স্কুলটিতে মারমা, চাকমা এবং ত্রিপুরা পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

‘শিক্ষকরাই পড়তে পারছেন

২০ পৃষ্ঠার পর

জাতিগোষ্ঠীর শিশুরা পড়ে।

জানা গেছে, এ বছরই প্রাক-প্রাথমিক স্তরের জন্য পাঁচটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় লেখা বই দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই শিক্ষিকা বলেন, এসব ভাষার বর্ণমালা না জানাটা একটা বড় সমস্যা। বইগুলো কীভাবে পড়ানো হবে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের আগেই দেয়া উচিত ছিল বলে মনে করেন তিনি। শিক্ষকের অভাবে অনেক স্কুলে বইগুলো যেভাবে দেয়া হয়েছিল সেভাবেই পড়ে আছে।

আরেকটি স্কুলের শিক্ষক জ্যোতির্ময় চাকমা বলেন, বইটিতে ছবির মাধ্যমে বিভিন্ন সংখ্যা ও বর্ণ পরিচয় আছে। আপাতত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, এবং সাদ্রি ভাষায় একটি করে বই দেয়া হয়েছে। রাঙ্গামাটির বাসিন্দা প্রতিমা চাকমা বলেন, নিজের ভাষাতে কখনও লিখতে ও পড়তে শিখিনি। এখন শিশুরা সেই সুযোগ পাচ্ছে ভেবে ভালো লাগছে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে আছি বলে আমি বাংলা ভাষার সব বুঝি। আমাদের ভাষা বুঝতেও পারি নাই, লেখাও বুঝি নাই। এখন শিশুরা বুঝতে পারবে।

২০১১ সালের শুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে ২৭টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বাস। সরকারি হিসেবে সব মিলিয়ে জনসংখ্যা ১৬ লাখের মতো। সরকারি উদ্যোগে এবারই প্রথম তারা মাতৃভাষায় লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। শিক্ষিকা মেফ্রু মারমা বলেন, ‘বইগুলো আমরা পেয়েছি ঠিকই। কিন্তু এ সংক্রান্ত কোনও নির্দেশ আসেনি, আমরা কোন ট্রেনিংও পাই নাই। তাই বেশি কিছু করা হয়নি। তাছাড় আগে থেকে মারমা বা চাকমা বর্ণমালার সাথে পরিচয় ছিল না। বই বিতরণ হলেও এসব ভাষা লিখতে ও পড়তে জানে এমন শিক্ষকের অভাবে সেগুলো তেমনভাবে ব্যবহার হচ্ছে না।’

এ প্রসঙ্গে, রাঙ্গামাটি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান বলেন, শিক্ষক তৈরির কাজ চলছে। যারা ইতিমধ্যে একটু ট্রেনিং পেয়েছেন তারা একটু পড়াতে পারছেন। যারা ট্রেনিং পাননি তারা অনুশীলন বই দেখে পড়ানোর চেষ্টা করছেন। বড় একটা কাজ করতে গেলে চ্যালেঞ্জ থাকেই।